সংবাদ

তারিখ 28 FEB 2007
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

ভেস্তে যেতে বসেছে কম্পিউটার শিক্ষা কার্যক্রম

প্রতিনিধি, পীরগঞ্জ (রংপুর)

একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার শিক্ষায় শিক্ষিত করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা উৎকোচের বিনিময়ে অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের খামখেয়ালিপনার কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে। শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়ার কথা থাকলেও কোন প্রতিষ্ঠানেই ছাত্রছাত্রীদের কম্পিউটার ছুঁয়ে দেখতে দেয়া হয় না। অনেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা জানে না তাদের প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার আছে কি না।

সরকার কোটি টাকা মূল্যের কম্পিউটার দিলেও সেগুলোয় এখন ইঁদুর এবং মাকড়সা স্থায়ী বসতি গেড়েছে। অনেক আবার বিক্রি করে দিয়েছেন কম্পিউটার। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাদের কম্পিউটার ল্যাব নেই, কম্পিউটার নেই, এমনকি বিদ্যুৎ সংযোগও নেই। অথচ কম্পিউটার শিক্ষক বেতন নিচ্ছেন নিয়মিত। এতে করে মুখ থুবড়ে পড়া প্রকল্পে গচ্চা যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা।

আগামী প্রজন্মকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মাধ্যমিক পর্যায় থেকে শিক্ষার্থীদের কম্পিউটারের সঙ্গে পরিচিত এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান আহরণের জন্য মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও দাখিল মাদ্রাসাগুলোয় কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগের প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। কম্পিউটার বিভাগ খোলার যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়- প্রয়োজনীয় শিক্ষার্থী, ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার এবং বিদ্যুৎ সংযোগ।

কোন প্রকার আইনের তোয়াক্কা না করে শুধু উৎকোচের মাধ্যমে নিয়োগবাণিজ্য ঠিক রাখতে পীরগঞ্জ উপজেলার ১৭০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার বিভাগ খোলা হয়েছে। উপজেলায় কম্পিউটার বিভাগ থাকা ১৭০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫০টির ল্যাবরেটরি নেই, বিদ্যুৎ সংযোগ নেই ১০টি প্রতিষ্ঠানের। কম্পিউটার বিক্রি অথবা নিজ বাড়িতে ব্যবহার করছে ১০০টি। কম্পিউটার বিকল রয়েছে ২ বছর অথবা তার অধিক সময় ১০০টি প্রতিষ্ঠানের। নিজেরাও কম্পিউটার অপারেট করতে পারেন না ৪২ শিক্ষক। ভুয়া সনদ দিয়ে চাকরি করছেন।

শ্যামপুর উচ্চবিদ্যালয়, ঘোলা এমআর উচ্চবিদ্যালয়, কলিম উদ্দিন মাদ্রাসাসহ প্রায় ১০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের ল্যাব

পীরগঞ্জ

নেই, কম্পিউটার নেই, বিদ্যুৎ নেই এমনকি শিগগির বিদ্যুৎ সংযোগের কোন সম্ভাবনাও নেই। অথচ কয়েক বছর আগেই কম্পিউটার শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে যারা বেতন নিচ্ছেন নিয়মিত। সরজমিন শ্যামপুর উচ্চবিদ্যালয়ে গেলে প্রধান শিক্ষক জানান, কম্পিউটার বাড়িতে আছে, এর বেশি বলতে তিনি অস্বীকৃতি জানান।

এমন কোন প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যায়নি যারা শতভাগ আইন মেনেছে বা মানছে। কেউই ছাত্রছাত্রীদের হাতে-কলমে শিক্ষা দেন না। সবার পুঁথির মধ্যে পাঠ্যক্রম সীমাবদ্ধ রয়েছে। যে কারণে এ প্রকল্প থেকে শিক্ষার্থীরা উপকৃত না হয়ে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। কম্পিউটার অপারেট করতে পারে না শুধু ভুয়া সনদ সংগ্রহ করে ২ থেকে ৩ লাখ টাকা করে উৎকোচ দিয়ে শিক্ষক হয়েছেন বেশিরভাগ শিক্ষক।

পীরগঞ্জ উপজেলার একমাত্র সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে সরকার ৭টি কম্পিউটার দিয়েছে যার মূল্য ৭ লাখ টাকা এবং ৭০ হাজার টাকা খরচ করে ২ শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। সেখানে কোন ছাত্রকে কম্পিউটার বিষয় নিতে দেয়া হয়নি কৌশলে। কম্পিউটারগুলো এখন ইঁদুরের বসতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে বিদ্যালয়ের নিজেদের কাগজপত্র বাইরে থেকে কম্পোজ করানো হয় বলে জানা গেছে।

কানকপাড়ী ছাহমলিয়া দাখিল মাদ্রাসায় সরজমিন গেলে কম্পিউটার শিক্ষক ইনামুল হক জানান, তাদের কম্পিউটার ল্যাব নেই। ওই বিভাগে ৪ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে।

তবে কোন দিনই তাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস নেয়া হয়নি। তাদের কম্পিউটার নষ্ট ২ বছর ধরে। মেরামত করার চেষ্টা চলছে। তার কম্পিউটার সনদটি ভুয়া বলে স্বীকার করে বলেন, আমি ২০০২ সালে যোগদান করার পর ভুয়া সনদ ধরা পড়লে ২০০৪ সালে ৬ মাসের একটি ট্রেনিং করেছি। তবে তিনি ভুয়া সনদ দিয়েই চাকরি করছেন বলে জানান এবং বিষয়টি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা অবগত আছেন। এ বিষয়ে সুপার হারুনুর রশীদ বলেন, আগে ল্যাব ছিল এখন নেই। কম্পিউটার নষ্ট হয়েছে, ভাল করা হবে।

সচেতন মহল ও সংশ্লিষ্ট অনেক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, উপজেলা, জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সব বিষয় জেনেও মাসোহারা আদায় করে নিশ্চুপ আছেন। যে কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন তারা।